দৈনিক ইনকিলাব

তারিখঃ ....

পৃঃ [illegible] কলাম নং [illegible]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রার নিয়োগ নিয়ে দু'টি কথা

বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যে সমস্ত পদ আছে তার মধ্যে রেজিস্ট্রারের পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি একটি স্ট্যাটিউটরি পদ। রেজিস্ট্রার পদাধিকার বলে সিন্ডিকেটের সচিব আবার কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সদস্য সচিব। রেজিস্ট্রারকে যতগুলো ফাইলে প্রতিদিন স্বাক্ষর করতে হয় উপাচার্য মহোদয়ও ততগুলো ফাইলে স্বাক্ষর করেন না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে রেজিস্ট্রার। সম্পূর্ণ প্রশাসনটাই তাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। বিদেশে যে সমস্ত শিক্ষক/অফিসাররা প্রশিক্ষণের অথবা উচ্চতর ডিগ্রী গ্রহণের জন্য যান তাদের সাথে অথবা ঐ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রেজিস্ট্রারই করে থাকেন। এ জন্য ইংরেজী বা বাংলাতে রেজিস্ট্রারের যথেষ্ট দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। এ ছাড়া সিন্ডিকেট সভায় বিভিন্ন সদস্য সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত আইন বা রেফারেন্স জানতে চাইলে সেটা রেজিস্ট্রারকেই উল্লেখ করতে হয়। এ জন্য এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা রেজিস্ট্রারের জন্য অপরিহার্য।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এই গুরুত্বপূর্ণ পদটি যারা বিভিন্ন সময়ে অলংকৃত করেছেন তাদের মধ্যে প্রফেসর সালাহউদ্দিন, আবদুর রহিম জোয়ার্দার, প্রফেসর মোখলেসুর রহমান, প্রফেসর আজহার উদ্দিন (পরবর্তীতে উপ-উপাচার্য, রাঃ বিঃ ও সদস্য, বিএসসি) জনাব ওমর ফারুক ও সর্বশেষে প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনূস (অবদ্যাবধি ভারপ্রাপ্ত) উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত ব্যক্তিদের সমপর্যায়ের লোক হয়ত পাওয়া যাবে না কিন্তু এই পদটি পরিচালনার জন্য যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রয়োজন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পদে নিয়োগের জন্য ৫-৬-৯৬, ১৯-১০-৯৭ এবং সর্বশেষ ১৯-৪-২০০০ তারিখে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। সেখানে উল্লেখ করা হয় যে, চাকরিরত প্রার্থীদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। বিগত ৫-১০-২০০০ তারিখে বিকাল ৪-৩০ মিনিটে উপাচার্যের বাসভবনস্থ দফতরে আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। উক্ত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে জনাব মোঃ আবদুস সালাম, পিতা- মোঃ বেলায়েত আলী, অধ্যক্ষ সৈয়দপুর সরকারী কারিগরি মহাবিদ্যালয়কে রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়। যা পরবর্তীতে সিন্ডিকেট সভায় (১২-১০-২০০০ ইং) অনুমোদিত হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, যাকে এ পদে নিয়োগ দেয়া হয় ইতোপূর্বে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পদের জন্যও তাকে নির্বাচিত করা হয় পরবর্তীতে একই সিন্ডিকেট সভায় (১২-১০-২০০০) অনুমোদিত হয়। জানা গেছে যে, নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি একজন সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করেননি। তাহলে আমার প্রশ্ন তার আবেদন কিভাবে প্রসেস করা হল এবং তিনি নিয়োগই বা পেলেন কেমন করে? এটা কি বিশ্ববিদ্যালয় বা দেশের আইনের পরিপন্থী নয়? সবচেয়ে মজার কথা হল, দুটো গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে একই ব্যক্তির নিয়োগ কিভাবে সম্ভব? এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, হয় প্রার্থীটি অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন অথবা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের আশীর্বাদ রয়েছে তার ওপর। কোনটি ঠিক আমি জানি না, তবে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগ হয়েছে সে প্রক্রিয়াটি যথাযথ নয় বলে অনেকেই মনে করেন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য ও খবর ইতোমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

সূত্রমতে জানা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বিভিন্ন সময়ে ও বর্তমানেও অধিষ্ঠিত অভিজ্ঞ দুই একজন অধ্যাপক আবেদন করেছিলেন এ পদে। তবে তারা নির্বাচনী বোর্ডের সামনে যাননি। কেন যাননি সে সম্বন্ধে তারাই ভাল বলতে পারবেন। তবে জানাগেছে যে, প্রশাসনের অথবা প্রশাসনপন্থী দলের অনেকেই চাননি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ এই পদে নিয়োগ পান। যার ফলে তারা নির্বাচনী বোর্ডে উপস্থিত হননি। কেউ কেউ অনুমান করছেন যে, নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির পথটা সুগম করার জন্যই এই প্রক্রিয়া।

যা হোক, নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি এখনও যোগদান করেননি (এ নিবন্ধ লেখা পর্যন্ত)। আগামী দিনই প্রমাণ করবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নাকি ব্যক্তিস্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো বিনষ্ট করেছেন? আমরা আগামীতে সুন্দরের প্রত্যাশা করছি।

ড. সায়দুল ইসলাম

প্রফেসর, রসায়ন বিভাগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।